২৫ নভেম্বর ২০১৩

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৩
অধিকারের বিবৃতি

২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে এই দিবসটি পালন করার ব্যাপারে জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে সিদ্ধান্ত নেবার পর ১৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা মোটেই সহিংসতামুক্ত নয়। নারীর প্রতি সহিংসতা এদেশে চরমভাবে বিদ্যমান এবং দরিদ্র নারীরাই অধিক হারে সহিংসতার শিকার। নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্যে যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন, যৌন হয়রানী অন্যতম।

অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারী ২০১৩ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত যৌতুক সহিংসতার কারনে ১৩৪ জন নারীকে হত্যা এবং ২৪৯ জনের প্রতি সহিংস আচরন করা হয়েছে এবং এই সহিংসতা সইতে না পেরে ১৬ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। এই সময়কালে ৩৮ জন নারী এসিড সহিংসতার শিকার এবং ৩১৯ জন নারী ও ৪১৯ জন মেয়ে শিশু ধর্ষনের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও ২০১৩ সালের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৩০৩ জন মেয়ে বখাটে-দুর্বৃত্ত কর্তৃক যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। তবে অধিকার মনে করে করে প্রকৃত সহিংসতার সংখ্যা আরও বেশী যা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে চাপা পড়ে থাকে।

বাংলাদেশের নারীদের প্রতি সহিংসতার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতা এবং এ সংক্রান্ত সামাজিক বৈষম্য। বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেও নারীদের অধিকার সুরক্ষিত থাকছেনা। আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়া, পুলিশ-প্রশাসনে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের শাস্তি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, ফলে অপরাধীরা শাস্তি না পাওয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। অথচ নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রতিটি অপরাধীর শাস্তি পাওয়া খুবই জরুরী। একজন অপরাধীকে বিচারের সম্মুখীন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নতুন নতুন অনেক অপরাধীর জন্ম দেয়।

আরো উল্লেখ্য যে, সহিংসতার শিকার নারী ও সাক্ষীদের নিরাপত্তামূলক কোন আইন না থাকায় নিপীড়িত নারী ও অপরাধের ঘটনার সময়কার সাক্ষীরা আসামীর কাছ থেকে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই ভিক্টিম নারী বিচার পাচ্ছেন না।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে অধিকার এর সুপারিশ সমূহঃ

- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দেশে প্রচলিত আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে;
- রাজনৈতিক বিবেচনায় ধর্ষণের মামলাগুলো প্রত্যাহার করা চলবেনা;
- বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে ও নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাগুলোর দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, পাঠ্যবইসহ সর্বস্তরে দীর্ঘকালীন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- সহিংসতার শিকার নারী ও সাক্ষীর নিরাপত্তার জন্য সরকারকে আইন করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।